প্রথম আলো

২১ অক্টোবর ২০১৮

বিওয়াইএলসি ইয়ুথ লিডারশিপ সামিট ২০১৮

তরুণদের সক্ষমতা বিকাশের সুযোগ

স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবেদক

চট্টগ্রামের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে রাজনীতি, দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ে পড়ছেন মালিহা শামসুন। তিনি মনে করেন, একজন তরুণ হিসেবে সমাজের প্রতি তাঁর কিছু দায়িত্ব আছে। কীভাবে সমাজের উন্নতিতে ভূমিকা রাখা যায়, সে সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে সম্প্রতি তিনি অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি) আয়োজিত পঞ্চম ইয়ুথ লিডারশিপ সামিটে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া সম্মেলনে অংশ নিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী ও তরুণ জড় হয়েছিলেন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। আয়োজনে সহযোগিতা করেছে ব্রিটিশ হাইকমিশন, ইউকেএইড ও দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন। তরুণেরা যেন দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে, এই প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে আয়োজনটি শেষ হয় ২৯ সেপ্টেম্বর।

সম্মেলনের এক ফাঁকে কথা হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রী শাকেরা আক্তারের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে কাজ করতে চাই। সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিকা রাখতে চাই। সম্মেলনে অংশ নিয়ে আমার লক্ষ্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি।' শাকেরার পাশেই ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজের ছাত্র জাহিদুল ইসলাম। কাগজ-কলমে নোট নিতে নিতে জানান, 'অনেক তরুণই "চাকরি নেই" বলে হতাশ হয়ে পড়েন। অথচ একটু বুদ্ধি করে সামনে এগোলে তরুণেরা সমাজ বদলে দিতে পারে। অনেকে যেমন চাকরি

দেশের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার শপথ নিচ্ছেন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী তরুণেরা। ছবি : সংগৃহীত

তো করছেই, পাশাপাশি সমাজ থেকে কুশিক্ষা, অপরাধ, অন্যায় দূর করতেও ভূমিকা রাখছে।'

'দেশ আমার দায়িত্বও আমার'—ছিল সম্মেলনের স্লোগান। তরুণদের মতামত ও ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয় সম্মেলন থেকে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সিফাত জামান জানান, 'আমরা নিজেরা বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করে টেকসই উন্নয়নের জন্য কী করা যেতে পারে, তার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি।' ঘোষণাপত্রের মূল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, বেকারত্ব ও সবার জন্য সমতা। সম্মেলনের মূল বিষয় সামনে রেখে তরুণ প্রতিনিধিরা ৪০টি নীতিনির্ধারণী প্রস্তাবনা সামনে নিয়ে এসেছেন, যা আগামী নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে তুলে ধরে হবে।

৩ দিনের আয়োজনে পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্কিংসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সক্ষমতা বিকাশের সুযোগ ছিল তরুণদের জন্য। বিওয়াইএলসির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ইজাজ আহমেদ বলেন, 'আমরা তরুণদের কথা জানতে চাই। সমাজের বিভিন্ন অবস্থানে থাকা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনা করার মাধ্যমে তরুণেরা যেন নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে নতুন পথ খুঁজে পায়, সে জন্যই এই সম্মেলন।'